

পরীক্ষার ফল ও চাই

যাহা চাই তাহা ভুল করে চাই কিনা জানি না; তবে আমরা কি চাই আর কি চাই না সে সম্পর্কে মোটামুটি একটা ধারণা পেতে হলে পত্র-পত্রিকার জনমত বা চিঠিপত্রের কলামগুলি লক্ষ্য করা যায়। এখানে আমাদের চাওয়া-পাওয়ার প্রবণতা বেশ স্পষ্ট হয়েই ধরা পড়ে। বোঝা যায় জনসাধারণ এখন আর শুধু পাকা রাস্তা বা রেল যোগাযোগই চায় না, পরীক্ষার ফলও চায়।

পরীক্ষার ফল চেয়ে যারা পত্র লেখেন তারা পরীক্ষার্থী অবশ্যই। কিন্তু পরীক্ষার ফল তো আর গাছের পাকা ফলটি নয় যে চাইলেই পেড়ে দেয়া যাবে। এর জন্য আয়োজন লাগে। পরীক্ষকসহ সংশ্লিষ্ট সকলে পরীক্ষার খাতা দেখা, নাম্বার যোগ করা ইত্যাদি আয়োজন সম্পন্ন করলেই পরীক্ষার ফল দেয়া যাবে। তার অর্থ এ নয় যে এ কাজগুলি দুরূহ এবং এগুলি সম্পন্ন করতে ছয় মাস বা বছর পার হয়ে যাওয়া স্বাভাবিক। সব পর্যায়ে সঠিকভাবে কাজ সম্পন্ন হলে পরীক্ষার ফল বের হতে এক মাসের বেশী কোন মতেই লাগা উচিত নয়। কিন্তু আমাদের দেশের শিক্ষাঙ্গনে ঘটনা সেভাবে ঘটে না কখনোই। ফল বেরোতে এখানে মাসের পর মাস পার হয়ে যায়। অগত্যা পরীক্ষার্থীদের মন উচাটন হয়। তারা পত্রপত্রিকায় ফল চেয়ে লেখালেখি করতে বাধ্য হন।

দৈনিক বাংলার জনমত কলামে ঢাকা ল কলেজের ১৯৯২ সালের এলএলবি (প্রিলি) পরীক্ষার্থীরা তাদের 'ফল চাই' দাবী জানিয়ে চিঠি লিখেছেন। তাদের পরীক্ষা শেষ হয়েছে গত ৫ নবেম্বর ৯৪। কিন্তু আট মাস পার হওয়া সত্ত্বেও ফল পাওয়া যায়নি। এই নিষ্ফল পরীক্ষার পরিণতি যে সেশন জটকে জটিলতর করেছে এতে সন্দেহ নেই। সেশন শুরু হতে দেরি, ভর্তি নিয়ে টালবাহানা, পরীক্ষা পিছানো, পরীক্ষার ফল প্রকাশে দেরি— এমনি একটু একটু করে সেশনে গ্রহী জমতে থাকে। জমতে জমতে এক সময় এমন অবস্থায় এসে থেকে যায় যে গ্রহীমোচন প্রায় অসম্ভব বলেই মনে হতে পারে।

অনেক সময় পরীক্ষার্থীদের চাপের মুখে পরীক্ষা পিছানো হয়েছে এ কথা ঠিক। কিন্তু পরীক্ষার্থীদের চাপের মুখে রাতারাতি ফল প্রকাশ করা হয়েছে, এমন ঘটনা আমাদের বড় একটা মনে পড়ে না। শিক্ষাঙ্গনের এই জটবদ্ধ সেশন ব্যবস্থা দেশের শিক্ষাকে বেশী দূর এগিয়ে নিতে পারবে না। এরকম ব্যবস্থায় শিক্ষাঙ্গনে এক ধরনের স্থবিরতা দেখা দিচ্ছে বলে আশংকা হয়। এর প্রতিকার হওয়া উচিত।

শিক্ষা সেশন নিয়মিত করতে হলে পরীক্ষা ও তার ফল প্রকাশ— এসব নিয়মিত হতে হবে। শিক্ষার্থী বা শিক্ষক কোন মহলের ব্যক্তিগত সুবিধা-অসুবিধার নিরিখে পরীক্ষা পিছাবার রীতি যেমন বাতিল করতে হবে, তেমনি পরীক্ষার খাতা ফেলে রাখার ধারাও বর্জন করতে হবে।